আ ড্ডা বা জি

এ আড্ডা কি শুধু ছাত্রদের? না, এটা এখন ঢাকার মধ্যরাতের অন্যতম কোলাহলমুখর আড্ডা। প্রতিনিয়ত ভিড় জমায় নতুন মুখ এবং অধিকাংশই তরুণ। পলাশীর আড্ডা তারুণ্যের দুরন্তপনার চৌরঙ্গী। মাঝরাতে তাই বিলাসী গাড়িও থামে এখানে, পরখ করে রফিকের চাইনিজ। চাইনিজ? এ চাইনিজ যে পলাশীর ঐতিহ্য

জোছনায় মায়াবী মুখর পলাশী

• হুমায়ূন আজম রেওয়াজ

ঢাকা শহর যতই ব্যস্ততায় ভারাক্রান্ত হোক না কেন, আড্ডাবাজ তরুণদের কাছে তা বড় কোনো বাধা নয়। নগরের কোলাহল পাশ কাটিয়ে বন্ধুরা ঠিকই এসে জড়ো হয় কফি হাউসের আড্ডার মতো বিপরীত কোনো আড্ডায়। মধ্যরাতের পলাশী বাজার এর উজ্জ্বল সাক্ষী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বুয়েটের সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত এ বাজার মূলত কাঁচাবাজার কিন্তু আড্ডাবাজরা চাল, ডাল, চিনি, শাকসবজি কিনতে আসে না, আসে সন্ধ্যায় প্রাণখুলে আড্ডা দিতে। সন্ধ্যা গাঢ় হতেই কমতে থাকে বাজারের হট্টগোল আর বাড়তে থাকে আড্ডাবাজদের আনাগোনা। চৌরাস্তায় জমতে থাকে সাইকেল, মোটরবাইক কদাচিৎ দু-একটি গাড়ি। মিলনের চায়ের দোকান আর ফখরুলের পরোটার দোকান ঘিরেই যত হট্টগোল। মিলনের চায়ের খুব সুখ্যাতি এখানে। মিলন, তার বাবা আর ছয় ভাইয়ের মোট চারটি চায়ের দোকান এই পলাশীর মোড়ে। রসিক আচরণের কারণে মিলনকে বহুজনই পছন্দ করে। আছে একটি মজার নামও, মুরগি চা! হ্যাঁ, মুরগি চা। হওয়া উচিত ছিল মিলনের চা কিন্তু মুরগি হলো কেন? পাশের দোকানটিই যে পোলট্রি মুরগির দোকান! কাঁচাবাজার যখন রাস্তার বিপরীত পাশে ছিল তখনো মিলনের চায়ের দোকানের পাশে মুরগির দোকান ছিল। বাজারের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। অস্থায়ী বাজারে এসেও একই চেহারা। তাই নবাগত যে কেউই সহজে খুঁজে নিতে পারবে। আশপাশের সবজি দোকানের মালামালের বস্তা আর পলাশীর ফুটপাত হয়ে ওঠে আড্ডাবাজদের আসন। আদা চা, চিনি ছাড়া, দুধ কম, কড়া লিকার আরো কত বাহারি ফরমায়েশ! এটাই আনন্দ। অন্য আট-দশটা আড্ডা হতে এটা আলাদা। শুধু মিলনদের চায়ের টানে আসে সবাই? কারা আসে? কেন আসে? সে গল্পই তো বলছি। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বুয়েটের নিশাচর তরুণদের মধ্যরাতের আড্ডাখানা এটি। পুরো শহর যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন পলাশী জেগে ওঠে। চায়ের কাপে ঝড় ওঠে, ফুটপাতে বেঞ্চি পড়ে, পরোটার ঘ্রাণ ভাসে। নবীন কবি শুভর ভাষায়, মধ্যরাতের মায়াবী আড্ডা। এই বিজলি বাতির শহরে জ্যোৎস্নার জোয়ার টের পাওয়া মুশকিল, তবে জ্যোৎস্নাভরা রাতে ফুলার রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়তে পারেন পলাশীর মায়াবী আড্ডায়। জ্যোৎস্না পাবেন একদম নির্ভেজাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর ক্যান্টিন আর ঝুপড়ি দোকান বন্ধ হয়ে যায় রাত ১১টার মধ্যেই। কিন্তু এরপরও তো খিদে থাকে, কাজ থাকে। তরুণদের পড়ার পাশাপাশি কত কাজ! মধ্যরাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের খেলা দেখা, রাতের ঢাকার চেহারা পর্যবেক্ষণ, মধ্যরাতে সাইকেলের দাম উসুল করা, মোবাইলে দ্বিপাক্ষিক সংলাপ, নিজের গিটারের তারের ক্ষমতা যাচাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের আম, জামরুলের তত্ত্বাবধান, বন্ধুর জন্মদিন উদযাপন, আরো কত কী!! এ তো গেল স্বীকৃত অকাজের ফিরিস্তি, কাজও যে কম নয়। পরদিন অনুষ্ঠান তাই রাতভর পোস্টারিং, স্টেজ বানানো, স্বেচ্ছাসেবীদের মন্ত্রণা সভা, রাত জেগে পড়াশোনা, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি আরো কত কাজ!! তো এসব কাজের জ্বালানি জোগান দেয় পলাশীর আড্ডা। আর নির্ভেজাল নিশাচরদের বাদ দেই কেমন করে? রাত ৪টার আগে যে তৌফিকের ঘুমই আসে না! কই যাবে সে? পলাশীর মোড়ে কাউকে পেয়ে যাবে ঠিকই। পলাশীর আড্ডা তাই ক্লান্তি তাড়ানোর, খিদে মেটানোর আর বন্ধুত্ব পাতানোর। রাত গাঢ় হয়, আড্ডা হয় প্রগাঢ়তর। এ আড্ডা কি শুধু ছাত্রদের? না, এটা এখন ঢাকার মধ্যরাতের অন্যতম কোলাহলমুখর আড্ডা। প্রতিনিয়ত ভিড় জমায় নতুন মুখ এবং অধিকাংশই তরুণ। পলাশীর আড্ডা তারুণ্যের দুরন্তপনার চৌরঙ্গী। মাঝরাতে তাই বিলাসী গাড়িও

থামে এখানে, পরখ করে রফিকের চাইনিজ। চাইনিজ? এ চাইনিজ যে পলাশীর ঐতিহ্য।

মানিকগঞ্জ থেকে এক বন্ধু এলো সুমনের। ঢাকা শহর তেমন চেনে না। মধ্যরাতে সুমনের লোভনীয় প্রস্তাব, চল বন্ধু চাইনিজ খেতে যাই। চাইনিজ!! এত রাতে? হ্যাঁ চল, আমি ম্যানেজ করব। নবাগত বন্ধু চলে বেশ আগ্রহ নিয়ে। সুমন ইতিমধ্যে মোবাইলে আট-দশ জনকে দাওয়াত দিয়ে ফেলেছে। সূর্য সেন হল থেকে লিমন, রোমান, বুয়েট থেকে হিমেল আরো দু-একজন মাঝরাতে হাজির পলাশীর মোড়ে। বেশ গলা উঁচিয়ে সুমন অর্ডার দেয় মামা ছয়টা চাইনিজ। নবাগত বন্ধুটি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খায়। একপাশে সবজির স্তূপ, পাশে পানির বিশাল ড্রাম আর তার পাশে একটা টেবিলে একজন লাগাতার পরোটা বানাচ্ছে আর আরেকজন ভাজছে। পরোটা ভাজা শেষ করেই তাওয়ায় তেল দিয়ে একটা ডিম ভেঙে পেঁয়াজ-মরিচ মিশিয়ে ছেড়ে দেয়, একটু পর তাতে আগেই রান্না করা ডাল-ভাজি ঢেলে দেয়। ডিম আর ডাল-ভাজি ও এই অদ্ভুত মিশ্রণটিই চাইনিজ হিসেবে পরিবেশিত হতেই ক্ষেপে ওঠে সে। এটা তোদের চাইনিজ? বাকিরা হেসে কুটি কুটি। উল্টো তারা চাইনিজ নাম প্রমাণের জন্য সাক্ষী খোঁজে। নবাগত বন্ধুটি হার মেনে মেতে ওঠে আড্ডায়। চাইনিজ নিয়ে এই মজার ঘটনা ঘটেছে অজস্রবার। এই অদ্ভুত চাইনিজ কিন্তু জনপ্রিয়তায় শীর্ষে।

কথা হলো বুয়েটের বিজয়ের সঙ্গে। কেন আসেন? প্রশ্ন শুনেই সহাস্য উত্তর, না এলে ঘুম হয় না। অ্যাসাইনমেন্ট করতে করতে মাথা জ্যাম হয়ে গেছে, তাই একটু বিরাম নিতে পলাশীতে আসা। বিজয়ের কথায় সায় দেয় অমিত, সৌরভ, নাহিয়ান। এক পাশে সাইকেল বাহিনীর জটলা। ঢাবির মুবাশ্বির, পিয়াস, আরাফাত তিন শখের সাইক্লিস্ট প্রায় রাতেই ঢুঁ মারে পলাশীতে। রাতে সাইকেল চালানোর আলাদা মজা আছে, ভিড় থাকে না, রৌদ্রের দাপট থাকে না, ক্যাম্পাস ছেড়ে আরামসে একটা ড্রাইভ দেয়া যায়। মোটামুটি মিনি ম্যারাথন শেষ করে একটু জিরিয়ে নেয়া পলাশীর মোড়ে। ম্যারাথন?? হ্যাঁ এই শখের ট্রাভেলারদের মাথায় ম্যারাথনের ভূত চেপেছে। আরাফাত তো রীতিমতো ট্রেনিং নিচ্ছে। প্রস্তুতি পর্বে বেশ কিছু ইভেন্টেও অংশ নিয়েছে। তো পাহাড়ে চড়া আর হাজার মাইল দৌড়ানোর প্রস্তুতি মন্ত্রণালয়ও কিন্তু এই পলাশী। পলাশীর আড্ডা তাই দুরন্তপনার চারণকেন্দ্র। একবার পলাশীর আড্ডায় চা খেতে খেতে মুবাশ্বিরদের পরিচয় হলো সিলেটের এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে। তাৎক্ষণিক পরিকল্পনায় সেই ট্রাকে চড়ে সিলেট রওনা হয়ে গেল সবাই। এমন রোমাঞ্চকর যাত্রার দুর্বুদ্ধি কোথায় চাষ হয় পলাশী ছাড়া?

পলাশীর মোড় বেশ ছায়া সুনিবিড়। অন্য কোনো পাবলিক পার্কের মতো মোটেও সুসজ্জিত নয়, তবুও ভিড় লেগে থাকে। কেন? সহজ উত্তর, এ এলাকা মাঝরাতেও নিরাপদ। ছাত্রদের আনাগোনার প্রভাবে বাজে আড্ডা গড়ে ওঠেনি এখানে। জহুরুল হক হলের পুকুরে মাঝ রাত্তিরে সাঁতার দিয়ে কোথায় মিলবে এক বাটি ধোঁয়া ওঠা হালিম কিংবা মশলা চা? শীতের রাতে বসে নানান পিঠার দোকান। এই ভরা গ্রীষ্মেও মাঝরাতে চিতই পিঠা আর কই পাবেন? এই চা আর পরোটার রাজত্বে নির্বিবাদে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছে আরো দুটি ঝুপড়ি দোকান। এই মাঝরাত্তিরেও চপ, পুরি, বেগুনি, তেলের পিঠা পাওয়া যাবে সেখানে। পাশেই বড় সসপ্যানে মৃদু তাপে দুধ জ্বাল দিয়ে রাখে আরেকজন। ভোরের আলো ফোটার আগেই গায়েব হয়ে যাবে এসব। বাজি ধরে পরোটা কিংবা তরমুজ খাওয়া এ তো খুব সাধারণ ঘটনা এখানে। আর আড্ডার বিষয়ের কোনো বাছবিচার নেই। সর্বশেষ কে ছ্যাঁকা খেয়েছে,

অনন্ত জলিলের সর্বশেষ কিংবা ভবিষ্যৎ সিনেমা, হলের নতুন রুমমেট, মেসি-রোনালদো কিংবা ফেসবুক স্ট্যাটাস। কখন আলাপ কোন দিকে মোড় নেবে বলা মুশকিল। মাঝরাতে একপাল মহিষের সঙ্গে গোটা কয় গরু নিয়ে পলাশী পার হচ্ছিল কোনো এক বাজারের কসাই। আড্ডা থেকে একজন আওয়াজ তোলে ওই গরু। মহিষগুলো তাতে পিছু ফেরে না কিন্তু আড্ডার বাঁক ফিরে যায়। রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়ে যায় কোন বাজারে কোন হোটেলে খাঁটি গরুর মাংস পাওয়া যায়। কিংবা রাস্তার পাশের ফলের দোকানের আমে কী পরিমাণ ফরমালিন আছে– এ তর্ক রীতিমতো সেমিনারের সমান হয়ে ওঠে। আসল বিষয় হলো প্রাণ খুলে আড্ডা দেয়ার এমন স্থান এই শহরে বড়ই অপ্রতুল। অদূরের শাহবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট কিংবা ছবির হাটের আড্ডায় গায়ক, কবি, শিল্পী তথা মুক্তমনা রাজনৈতিকতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সে বিবেচনায় পলাশী বাজার একেবারেই আলাদা। এখানে তারকা আড্ডাবাজ নেই। তবে এ আড্ডা মাঝেমধ্যেই ঘরের পাখিকে বাইরে টেনে আনে। ঢাবির দীপু তেমনই একজন। হলে থাকে না বটে কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মধ্যেই এসে পড়ে পলাশীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যারা পেশাজীবনে প্রবেশ করেছে, তাদের অনেকেই মাঝে মধ্যে ঢুঁ মারেন পলাশীতে। এখানে এলেই অনুজদের আলিঙ্গনে ফের ফিরে যাওয়া যায় তরুণ সময়ে। আড্ডায় একটা কমন নীতি চালু আছে, সেটা বেশ মজারও বটে। নীতি হলো রাত ১২টার পর নো সিনিয়র নো জুনিয়র। বিষয়টা প্রতীকী। এ আড্ডা কতটা হৃদ্যতায় প্লাবিত, তা অনুমেয়। আসবেন নাকি এমন চিরসবুজ আড্ডার অংশী হতে? হয়তো কোনো চেনামুখ চমকে দিয়ে ডেকে উঠবে বন্ধু কী খবর বলো? কতদিন দেখা হয় না।

এ গল্পগুলো এক বিকেলের নয়। এমন টুকরো গল্প ছড়িয়ে আছে পলাশী বাজারের মধ্যরাতের সোডিয়াম আলোয়। তৌফিক, অপু ছাত্রজীবন পেরিয়ে এখন ব্যাংকার, ধীমান, শাহরিয়ার এদের আড্ডার নিত্যসঙ্গী। শুক্রবার রাতে আড্ডায় সঙ্গী বাড়ে। যোগ হলো মুহিত, বায়েজিদ, আরাফাত, নবাগত রাসেল। এমনি করে প্রতিটি জটলায় অজস্র রঙিন গল্প ফোটে। কফি হাউজের মতো অজস্র স্বপ্ন কুঁড়ি মেলে এখানে, অজান্তে ঝরেও পড়ে। মেঘের আনাগোনা বাড়লে আড্ডায় ভাটা পড়ে কিন্তু একেবারে নাই হয়ে যায় না। একই সে বাগানে রোজ আসছে নতুন কুঁড়ি। আসবেন নাকি মিলনের চায়ের স্বাদ পরখ করতে? ■